

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

48988 - ঈদরে গোসলের সময়

প্রশ্ন

ঈদরে দিনের গোসল কখন করতে হয়? কেননা আমি যদি ফজরের পরে গোসল করি তখন সময় একবোরে সংকীর্ণ থাকে।  
কেননা আমি যে ঈদগাহে নামায পড়ি সটো আমার বাসা থেকে দূরে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ঈদরে দিন গোসল করা মুস্তাহাব।

বরণতি আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদরে দিন গোসল করছেন।

অনুরূপভাবে ঈদরে দিন গোসল করা কিছু কিছু সাহাবী থেকেও বরণতি আছে; যমেন আলী বনি আবু তালবে (রাঃ), সালামা বনি  
আকওয়া (রাঃ) ও ইবনে উমর (রাঃ) থেকে।

ইমাম নববী 'আল-মাজমু' গ্রন্থে বলেন:

সকল বরণনার সনদ দুর্বল ও বাতলি; কেবল ইবনে উমর (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত বরণনাটি ছাড়া..। এক্ষেত্রে (অর্থাৎ মুস্তাহাব  
সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে) যে দললিরে উপর নরিভর করা হয়েছে সটেই হল ইবনে উমর (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত বরণনা এবং জুমার  
গোসলের উপর কয়্যাস।"[সমাপ্ত]

ইবনুল কাইয়যমে (রহঃ) বলেন:

“এ ব্যাপারে দুটো দুর্বল হাদিস রয়েছে..। কিন্তু সুন্নাহ অনুসরণে তীব্র আগ্রহী ইবনে উমর (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে,  
তিনি ঈদরে দিন নামাযে যাওয়ার আগে গোসল করতেন।”[সমাপ্ত]

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

দুই:

ঈদরে জন্য গোসল করার সময়সীমা:

উত্তম হচ্ছে ফজররে নামাযের পর গোসল করা। যদি কটে ফজররে আগে গোসল করে নিয়ে তাহলে সটোও যথেষ্ট হবে— সময়ের সংকীর্ণতা ও কষ্টকর হওয়ার কারণে; যাহেতু একদিকে ফজররে পর গোসল করা; আবার অন্যদিকে মানুষের ঈদরে নামাযের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাওয়া প্রয়োজন; কনেনা ঈদগাহ দূরে হতে পারে।

মুয়াত্তা মালকেরে ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘আল-মুনতাকা’-তে বলছেন:

“ঈদরে গোসল ঈদগাহে গমনের ঠিকি একটু আগে হওয়া মুস্তাহাব। ইবনে হাবীব বলেন: ঈদরে গোসলেরে সবচেয়ে উত্তম সময় হচ্ছে— ফজররে নামাযের পর। ইমাম মালকে ‘আল-মুখতাসার’ গ্রন্থে বলেন: যদি দুই ঈদরে জন্য ফজররে আগে গোসল করে তাহলে বিষয়টি প্রশস্ত।”[সমাপ্ত]

তবে খলিল রচিত ‘মুখতাসার’ গ্রন্থে (২/১০২) এসছে: “রাতেরে শেষে ষষ্ঠাংশ থেকে এর সময় শুরু হয়।”

ইবনে কুদামা ‘আল-মুগনী’ গ্রন্থে বলেন:

“খরিক্বীর বক্তব্যেরে প্রত্যক্ষ মর্ম হচ্ছে গোসলেরে (ঈদরে গোসলেরে) সময় ফজর উদতি হওয়ার পর হতে। কাযী ও আমদে বলেন: যদি ফজররে আগে গোসল করে ফলে তাহলে গোসলেরে সুননত আদায় হল না। কনেনা এটা দিনেরে বলোর নামাযেরে গোসল। তাই জুমাবারেরে গোসলেরে মত ফজররে আগে হওয়া জায়যে নয়। ইবনে আকীল বলেন: ইমাম আহমাদ থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি আছে যে, ঈদরে গোসলেরে সময় ফজররে আগে ও ফজররে পরে। কনেনা ঈদরে নামাযেরে ওয়াক্ত জুমার নামাযেরে ওয়াক্তেরে চেয়ে সংকীর্ণ। তাই যদি ফজর হওয়ার অপেক্ষা করত হয় হতে পারে এতে করে গোসল করা ছুটে যাবে। এবং যাহেতু এ গোসলেরে উদ্দেশ্য হচ্ছে পরচ্ছিন্নতা। রাতেরে গোসল করলেও এ উদ্দেশ্য হাছলি হয়; যাহেতু রাত নামাযেরে নকিটবর্তী। তবে উত্তম হচ্ছে— ফজররে পরে করা; যাতেরে মতভদেরে উর্ধ্বে থাকা যায়। এবং নামাযেরে অতি নিকিবর্তী সময়েরে হওয়ায় অতিশয় পরচ্ছিন্নতা অর্জতি হয়।”[সমাপ্ত]

ইমাম নববী ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থে বলেন:

এ গোসল শুদ্ধ হওয়ার সময়েরে ব্যাপারে দুটো মশহুর অভিমত রয়েছে। ১. ফজররে পর; এ মর্মে ‘আল-উম্ম’ গ্রন্থে স্পষ্ট উদ্ধৃতি রয়েছে। ২. তবে অধিক বিশুদ্ধ অভিমত হল: যা মাযহাবেরে সকল আলমেরে মতকৈষপূর্ণ: ফজররে আগে ও পরে

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

জায়যে।

কাযী আবুত তাইয়যবে তার ‘আল-মুজাব্বাদ’ গ্রন্থে বলেন: বুআইত্বরি বর্ণনাতা ফজররে আগাঈ ঈদরে গোসল করা সঠকি হওয়ার পক্ষাে শাফযেরি পরস্কিার উদ্ধৃতি আছে।

ইমাম নববী বলেন: “যদি আমরা বিশুদ্ধ অভমিতটি অবলম্বন করে বলিযে, সটো ফজররে আগাে করা সহি। তবে এ সময়টকিে সুনরিদষ্টি করার ব্যাপারে তনিটি অভমিত রয়েছে: ১. অধকি বিশুদ্ধ ও মশহুর অভমিত হল: অর্ধরাতরে পর সঠকি; এর আগাে নয়। ২. গটো রাতহে সঠকি হবে। গাজালী এ অভমিতটির উপর দৃঢ়তা ব্যক্ত করছেন এবং ইবনুস সাব্বাগ এটাকো মনোনীত করছেন। ৩. ফজররে একটু আগাে সহেরৌর সময় সঠকি হবে। বাগাভী এ অভমিতটির পক্ষাে দৃঢ়তা ব্যক্ত করছেন।[সংক্ষপেে সমাপ্ত]

পূর্বকোক্ত আলোচনার প্রক্ষেতিে ফজররে পূর্বে গোসল করত কোন অসুবধিা নহে; যাতো করে একজন মুসলমি ঈদরে নামাযরে উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যতে সক্ষম হয়।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।